বিদগ্ধ
(একটি অপ্রচলিত পদ্যকথিকা)

খন্দকার জাহিদ হাসান

এই যে ইনি,
ইনি-ই হলেন আমাদের পবিত্র গুরুজী
যাঁর প্রজ্বলিত নিষ্কাম কল্‌কের আধ্যাত্মিক ধোঁয়া
ছিনিয়ে নেয় সকল গঞ্জিকাসেবীর কাছ থেকে জগতের মায়া।
না, স্ত্রৈণ নন ইনি—
অন্যপূর্বা স্ত্রীর প্রতি
ওথেলোর মতই দারুণ সন্দেহপ্রবণ,
তা বলে সক্রেটিসের মত অভাগা নন—
দু'বেলা দিব্যি জোটে রূপালী ভাতের প্রভূত স্নিগ্ধতা,
আবার শ্রীকান্তের মত বিবাগীও নন—
বেশ কেটে যায় দিন তাঁর
ভক্তবৃন্দের কাঁধে পদযুগল রেখে।

একেকবার ইরিথিনার বন্য সুবাস
আর ক্যাষ্টাসের অতুল শোভার জন্য
যখন মনটা আমার কেমন করে,
জেনে নিই তাঁর কাছ থেকে সে সবের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা;
কখনও কখনও মনোভূমে কিউ দিয়ে দাঁড়ান
জনৈক ঘর্মাক্ত-কলেবর মুটে,
জীবন্মৃত কোনো বারবণিতা কিংবা বিষণ্ন এক উদ্বাস্তু—
তাঁর হুকুমে গর্জে উঠি,
''চলে যান, এখানে কোনো মামলা নেওয়া হয় না!''

যখন কালভুজঙ্গের ফণায়
দুল্‌তে থাকে আজরাইলের পরাক্রম,
ভাগীরথীর তীরের আস্তিকেরা
অশেষ পূণ্যের ভাগী হন নাওয়া-খাওয়া ভুলে;

যখন প্রেমিকার কালো চোখ
জ্বলে ওঠে লোহিত ভাঁটার মত,
প্রেমিক তার শিখায় ঝল্‌সে খেতে থাকে
সাদা সাদা কবুতর;
কিন্তু আমি ~
জলোচ্ছ্বাসের শব্দে বারেক উৎকর্ণ হই মাত্র,
বৃংহিত কানে গেলে যেমন
সামান্য থম্‌কায় দূর্ধর্ষ আরণ্যক।

যখন কাকের তাড়া খেয়ে ফেরে কোকিল,
আগামী বসন্তের আনন্দ-সংগীত
রচিত হতে থাকে সেই ফাঁকে;
যখন কুন্তলে আঁধার আর নয়নে কাজল নিয়ে
শিঞ্জন তোলে প্রিয়া,
একঝলক স্বপ্নময় নিদ্রার কাছে হার মানে প্রিয়;
কিন্তু আমি ~
আমার মন্ত্রদাতার মুখে তুলে ধরি
শেষ সম্বল রুটিখানা,
পক্ষীদম্পতি যেমন তাদের ভাগের শস্যকণা
ব্যয় করে শাবকের জন্য।

হ্যাঁ,
ইনিই হলেন সেই স্বার্থক গুরুজী,
যাঁর চরণসেবায় নিয়োজিত আমরা কতিপয় শিষ্য,
সত্যিকারভাবেই যারা বিদগ্ধ.....